

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

165408 - জনকৈ খ্রিস্টানরে উত্থাপতি সংশয়: তার দাবী হচ্ছে যে, কুরআনে এমন কছি আয়াত রয়ছে যে
“ইসলাম ধর্ম গ্রহণরে ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নহে” এ আয়াতরে সাথে সাংঘর্ষিক

প্রশ্ন

জনকৈ খ্রিস্টান আমার কাছে এ প্রশ্নটি উত্থাপন করছে। আমি এই প্রশ্নটির জবাব চাই; যাতে করে তাকে পাঠাতে পারি।
সে বললে: কুরআনের সূরা বাক্বারাত আছ: “ইসলাম ধর্ম গ্রহণরে ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নহে”। এরপর আমরা
কুরআনের অন্যান্য স্থানে পাই যে, কুরআন মুশরকিদরেকে হত্যা করার প্রতি মুসলমিদরেকে উদ্বুদ্ধ করছে। “মুশরকিদরেকে
যখনে পাও সখোনে হত্যা কর”। এ আয়াত ছাড়াও অন্যান্য অনেকে আয়াতে বধির্মীদরেকে হত্যা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা
হয়ছে। এটি কি সবরোধতি নয়?!!

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদু লিল্লাহ; ইসলাম ধর্ম গ্রহণরে ব্যাপারে জোর-জবরদস্তিকে নাকচ করা এবং মুশরকিদরে সাথে লড়াই করার নরিদশে
দয়োর মধ্যে কোনে সবরোধতি নহে। মুশরকিদরে বরিদ্ধে লড়াই করার নরিদশে তাদরেকে ইসলাম ধর্মে প্রবশে করত
জবরদস্তি করার উদ্দেশ্য নয়। যদি তাই হত তাহলে ইহুদী, খ্রিস্টান ও অন্যান্যদরেকে ইসলাম ধর্মে প্রবশে জবরদস্তি
করা হত; যখন তাদরে উপর ইসলাম বজিযী হয়ছে এবং তারা শাসকরে আনুগত্য মনে নিয়ে য়িছে। ইসলামরে ইতিহাস সম্পর্কে
যার ছটিফেটোও জানা রয়ছে এমন প্রত্যকে ব্যক্তি জানে যে, এটি ঘটনে। কবেল ইহুদী-খ্রিস্টানরো ইসলামী রাষ্ট্ররে
শাসকরে অধীনে বসবাস করছে এবং তারা সেই রাষ্ট্ররে তাদরে ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করছে।

আয়াতে কতাল (লড়াই) দ্বারা উদ্দেশ্য দুটো বিষয়:

এক: যারা মুসলমান রাষ্ট্ররে উপর হামলা করত চায়, মুসলমানদরে দেশে কুফর ও কাফরেদরে আধিপত্য বিস্তার করত চায়
তাদরে বরিদ্ধে লড়াই করা। এটি ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে প্রতিক্ষামূলক লড়াই। এ লড়াই প্রত্যকে দেশেই রয়ছে
ইতিহাস যার সাক্ষী; সেই দেশে ধর্ম যটোই হোক না কেন। এটা যদি না হত তাহলে কোন রাষ্ট্র থাকত না, কোন সুলতানও
থাকত না।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

দুই: সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা; যাই ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহর ধর্ম থেকে প্রতিনিধকতা তরী করে এবং মুসলিমদেরকে তাদের প্রভুর ধর্মের দিকে ডাকতে না দিয়ে, ইসলামের নূর প্রচার করতে না দিয়ে; যাত করে হদোয়তে সন্ধানী তা দেখতে পারে এবং অমুসলিমদেরকে এই ধর্ম সম্পর্কে জানতে না দিয়ে। এটাকে বলে আক্রমণাত্মক জহাদ। এই উভয় জহাদই ইসলামী শরিয়তে অনুমোদিত।

ইবনুল আরাবী আল-মালকে (রহঃ) বলেন: আল্লাহর বাণী: **فَاَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ** (হত্যা কর) [সূরা তাওবা, আয়াত: ৫] সকল মুশরিকের ক্ষেত্রে আম (সামগ্রিক)। তবে সুন্নাহ এর পূর্বে যাদেরকে কথা আলোচনা হয়েছে তাদেরকে এই সামগ্রিকতা থেকে বশিষেতি করেছে। যমেন- নারী, শিশু, পুরোহিত, সাধারণ মানুষ; ইতিপূর্বে যা আলোচনা হয়েছে তার আলোকে। সুতরাং মুশরিক শব্দে আওয়াত থেকে গলে: যোদ্ধা ও যো যুদ্ধের জন্য ও নরিয়াতন করার জন্য প্রস্তুত। এভাবে স্পষ্ট হয়ে গলে যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে: ‘সেই সব মুশরিকদেরকে হত্যা কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর’।” [আহকামুল কুরআন (৪/১৭৭) থেকে সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “আমি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদর্শিত হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দিয়ে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, নামায কায়মে করে ও যাকাত প্রদান করে।” — এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা; যাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ লড়াই করার অনুমতি দিয়েছেন। সন্ধবিদ্ধদেরকে এখানে উদ্দেশ্য করা হয়নি; যাদের সাথে কৃত সন্ধি আল্লাহ পূরণ করার নির্দেশে দিয়েছেন। [মাজমুউল ফাতাওয়া (২০/১৯) থেকে সমাপ্ত]

তিনি আরও বলেন: লড়াই হবে তাদের সাথে যারা আমরা আল্লাহর ধর্মকে বজায় করতে চাইলে আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন: “আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৯০] [মাজমুউল ফাতাওয়া (২৮/৩৫৪)]

এর পক্ষে আরও প্রমাণ বহন করে যা বুরাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন সৈন্যদলের উপর কহিবা অভিযানের উপর কাউকে আমীর বানাতেন তখন তিনি তাকে তাকওয়া অবলম্বন করার এবং তার সাথে থাকা মুসলিমদের কল্যাণের ব্যাপারে সবশেষ উপদেশে দিতেন। এরপর তিনি বলতেন:... যখন তুমি তোমার শত্রু মুশরিকদের মুখোমুখি হবে তখন তুমি তাদেরকে তিনটি বিষয়ের দিকে আহ্বান কর; এগুলোর মধ্যে যেটিতে তারা সাড়া দিয়ে তাদের কাছ থেকে সটেছি গ্রহণ কর এবং তাদের সাথে লড়াই পরিত্যাগ কর। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে;

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

যদি তারা সাড়া দিয়ে তাহলে সটে গ্রহণ করবে এবং তাদের সাথে লড়াই পরহিার করবে। এরপর তাদেরকে তাদের দেশেত্যাগরে আহ্বান করবে। যদি তারা অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাদেরকে জযিয়া দিতে বলবে। যদি তারা এতে সাড়া দিয়ে তাহলে তা গ্রহণ করবে এবং তাদের সাথে লড়াই করা থেকে বরিত থাকবে। আর যদি তারা এতেও অস্বীকৃতি জানায় তাহলে আল্লাহর সাহায্য চয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ নামে যাও।[সহি মুসলিম (১৭৩১)]

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বুরাইদা (রাঃ) এর হাদিসের শকিযাগুলো উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন: এর মধ্যে রয়েছে: জযিয়া প্রত্যকে কাফরে থেকে গ্রহণ করা হবে। এটি হাদিসটির সরাসরি বাহ্যিকি মর্ম। এর থেকে কোন কাফরকে বাদ দ্যো হয়নি। এবং এমনটি বলাও যাবে না যে, এটি আহলে কতিবদের জন্ম খাস। কেননা হাদিসের ভাষ্য আহলে কতিবদের জন্ম খাস করাকে নাকচ করে। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভিযানগুলো ও তাঁর অধিকাংশ সনোদল ছিল মূর্তিপূজারী আরবদের বিরুদ্ধে। এ কথাও বলা সঠিক নয় যে, কুরআনে কারীম প্রমাণ করছে যে, এটি আহলে কতিবদের জন্ম খাস। কেননা আল্লাহ তাআলা আহলে কতিবদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নর্দিশে দিয়েছেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা জযিয়া প্রদান করে। সুতরাং আহলে কতিবদের থেকে জযিয়া ন্যো হবে কুরআনের দলিলের ভিত্তিতে। আর সাধারণ সব কাফরদের থেকে জযিয়া গ্রহণ করা হবে সুন্নাহর দলিলের ভিত্তিতে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাজুসদের কাছ থেকেই জযিয়া নিয়েছেন। তারা হচ্ছে অগ্নি উপাসক। তাদের মাঝে ও মূর্তিপূজকদের মাঝে কোন তফাৎ নাই।[আহকামু আহলি যম্মা (১/৮৯)]

এটি স্পষ্ট বিষয় যে, যে ব্যক্তিকে তার ধর্মে অটল থাকার স্বীকৃতি দ্যো হয়েছে ও তার থেকে জযিয়া ন্যো; সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার কথিবা তাকে ইসলাম ধর্মে প্রবশে করতে বাধ্য করার আদেশে দ্যো হয়নি।

আল্লাহই সর্ববজ্ঞঃ।